আজও ইংলিশ চ্যানেল আমায় হাতছানি দেয় ঃ ব্রজেন দাস

বর্তমান

কলকাতা, ৮/৪/৮৫

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় ঃ সাঁতারু ব্রজেন দাসের খ্যাতি আজ জগৎজোড়া, ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে ৬বার তিনি সাঁতরে পার হয়েছেন সাঁতারুদের স্বপ্নের ইংলিশ চ্যানেল। তাঁর গড়া অসংখ্য রেকর্ডের মধ্যে প্রথম বাঙালি তথা প্রথম এশিয়াবাসী হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া ছাড়াও ১৯৬১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তিনি মিশরীয় সাঁতারু আবদুল এল রহিমের গড়া ১০ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের দশ বছরের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে ১০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটের মধ্যে ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেন। এছাড়া ১৯৬১ সালে একদিনে একই সাথে তিনি দুটো বিশ্বরেকর্ড করলেন (১) রহিমের গড়া বিশ্ব রেকর্ড ভাঙলেন, (২) ৬বার চ্যানেল অতিক্রম করলেন অর্থাৎ এক বছর সময়ের মধ্যে তিনি দুবার ইংলিশ চ্যানেল এবং একবার ইতালিতে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক মানের দুরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করে আর একটি বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করেন।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের নাগরিক ও বাংলাদেশ জাতীয় সাঁতার সংস্থার অন্যতম প্রশিক্ষক সাঁতারু ব্রজেন দাস সম্প্রতি চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। সে সময় এক একান্ত সাক্ষাৎকারের প্রথমেই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বর্তমানে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলিতে সাঁতারের মান উন্নত পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে না কেন ?'

কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গে ব্রজেনবাবু বললেন, 'দক্ষিণ এশিয়ার বেশীর ভাগ দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নমানের হওয়ার জন্য এখনকার কোন অভিভাবক-ই তাঁদের ছেলে-মেয়েদের সাঁতার শেখা ও সাঁতারের মান উন্নয়নের জন্য প্রতিদিনের পাঁচ/ছ ঘণ্টা সময় নষ্ট হতে দিতে রাজি হন না। কারণ, বেশিরভাগ অভিভাবকের-ই লক্ষ হ'ল, যে করেই হোক্ তাদের ছেলেমেয়েদের ন্যূনতম শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়ে পরিবারের প্রত্যেকের স্বার্থে কিছু টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া। এছাড়া গ্রামের কৃষক/শ্রমিকেরা কোন সময়েই চিন্তায় আনতে পারেন না যে, তাদের ছেলেমেয়েরা চাষের বা অন্যান্য ধরণের শ্রমের কাজ না করে সাঁতার বা অন্যান্য খেলাধুলোর প্রতি মনযোগ দেবে। বাস্তবসত্য হচ্ছে, অতীতে মানুষের এত অভাব ছিল না। ফলে অনেকেই তখন বাড়ির কাজ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারত। একসময় বিশেষত সাঁতারে বাংলার স্থান ছিল প্রথম আর আজ সেখানকার ছেলেমেয়েদর সুইমিং পুলের অভাবে পচা পুকুর এমনকি দূষিত জলে পরিপূর্ণ গঙ্গায় সাঁতারের প্রশিক্ষণ নিতে হয়। একথা কারও অজানা নেই যে, ভালভাবে সাঁতার শিখতে হলে যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়, তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণের খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখা যায়, বেশিরভাগই দক্ষিণ এশিয় দেশগুলির অধিবাসীরা অনাহারে, অর্ধাহারে জর্জরিত হবার জন্য খেলাধূলোয় অংশগ্রহণ করার ব্যাপারটাকে নিছক সুখ ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টিতে দেখবার কথা চিন্তাই করতে পারে না। তবে, এই অবস্থার অবসানের জন্য যদি ঐ দেশগুলির সরকারি তরফ থেকে প্রচেষ্টা চালানো হয় তাহলেই কিছুটা উন্নতির আশা দেখা দিতে পারে। অবশ্য একথাও ঠিক যে, শুধুমাত্র সরকারি প্রচেষ্টার সাহায্যে কোন দেশের খেলাধূলোর সর্বাত্মক মান উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। তাই যারা বছরের পর বছরের আপন আপন দেশের মানুষের মাধ্যমে অর্থের পাহাড় গড়ে তুলেছেন তাদেরও এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে ক্রিকেট সম্পর্কে সাধারণ মানুষের তথা যুবকদের এত উৎসাহবোধের প্রধান আকর্ষণ আর্থিক ও অন্যান্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য। তাই শুধু ক্রিকেট অথবা ফুটবল নয়, সুস্থ, সুঠাম দেহের অধিকারী যুবক যুবতী গড়ে তুলতে হলে সাঁতার সহ প্রত্যেকটি খেলাধুলোর ক্ষেত্রে আর্থিক নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে হবে। বর্তমানে আর্জেন্টিনা, আমেরিকা, ইতালী, কানাড়া, ব্রাজিল সহ বিভিন্ন দেশে পেশাদারী সাঁতার প্রতিযোগিতা যত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়বে ততই এখানকার যুবক-যুবতীরা সাঁতার সম্বন্ধে আরও বেশী মাত্রায়, উৎসাহিত হয়ে উঠবে।'

প্রশ্ন করেছিলাম, বর্তমানে ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার প্রতিযোগিতাটি বন্ধ কি হয়ে গেছে ? একটু চিন্তা করে ব্রজেনবাবু বললেন, 'এই প্রতিযোগিতাটি বন্ধ হয়ে গেছে একথা বলা যায় না। কারণ, যদি কোন প্রতিযোগী এককভাবে চ্যানেল পার হতে চায় তার জন্য চ্যানেল ক্রশিং কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেয়। ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সারা পৃথিবীর উন্নতমানের সাঁতারুরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন ও এই প্রতিযোগিতার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন ইংলণ্ডের এক বিশিষ্ট হোটেল ব্যবসায়ী। যতদূর জানা যায়, ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ 'ডেইলি মেল' পত্রিকার একজন প্রথম সারির সাংবাদিকের সঙ্গে ঐ উদ্যোক্তার মনোমালিন্যের সুবাদে ১৯৫৯ সালে প্রায় প্রতিদিন ঐ প্রতিযোগিতার ব্যবসায়িক অভিসন্ধির নানান অভিযোগ সম্বিলিত দিকগুলির ওপর ভিত্তি করে শুরু হয় কলমের ঝড়। আলোড়ন পড়ে যায় সারা পৃথিবীতে। তিতি বিরক্ত হয়ে উদ্যোক্তা বন্ধ করে দেন ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার 'রাজসূয় যজ্ঞ। দুঃখের

সঙ্গে বলছি, অনেক সময় খবরের কাগজ কবরের কাগজের ভূমিকা গ্রহণ করে অনেক বড় সমাধিক্ষেত্র সৃষ্টি করে। বলা বাহুল্য এত উত্তেজনা, এত শিহরণ বোধহয় পৃথিবীর আর কোন প্রতিযোগিতায় লক্ষ্য করা সম্ভবপর হয়নি।'

বললাম, নদী নালায় ভরা বাংলাদেশে কেন সাঁতারের মান উন্নত পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে না ?

সম্প্রতিভাবে তিনি বললেন, 'আগেই বলেছি উন্নত মানের সাঁতারু তৈরী করার জন্য আর্থিক ব্যপারটা অনেক সময় মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। তবে আমরা কয়েক মাসের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় দূরপাল্লার সাঁতারকে ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আশাকরি আগামী দিনে আমাদের দেশের প্রতিশ্রুতিবান সাঁতারুরা দূরপাল্লার সাঁতারে বিশ্বে চমক সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।'

প্রশ্ন করলাম আমরা এখনও শুনিনি যে, আপনি আন্তর্জাতিক সাঁতারের প্রাঙ্গণ থেকে অবসর নেবার কথা ঘোষণা করেছেন। তাহলে কি আপনি, আগামী দিনে দূরপাল্লার কোন আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের কথা ভাবছেন ?

একটু হেঁসে বললেন, হ্যাঁ, একথা সত্যি যে, আমি আজও আন্তর্জাতিক সাঁতার থেকে অবসর নেবার কথা ঘোষণা করিনি। দেশে, বিদেশে অনেক সাংবাদিক আমায় বারবার এই একই প্রশ্ন করেছেন। তবে এই ব্যাপারে এখনও কোন ঘোষণা করতে রাজি নই। অবসর যখন নিইনি, তখন নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আমার পরিকল্পনা আছে। আশাকরি, আরও চার বছর পরে আমার সেই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হবে। তবে এইটুকু বলতে পারি, আমার যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী, ইহকাল, পরকাল, ইংলিশ চ্যানেল আজও আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। মনে মনে ছুটে যাই চ্যানেলের কালো মিশমেশে জলের রাজপ্রাসাদে, যেখানে সদাসর্বদা বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে আমার জন্য অপেক্ষা করছে অগুণতি জেলি ফিস আর নাম-না-জানা নানান রং-এর সামুদ্রিক প্রাণীরা।